অধ্যায়-৭

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়

১.০ ভূমিকা:

১.১ বিশ্বায়নের এ যুগে প্রগতিশীল সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে নারীর অধিকার, ক্ষমতায়ন ও কর্মবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে রাষ্ট্র ও সমাজের মূল স্রোতধারায় নারীকে সম্পৃক্ত করা প্রয়োজন। নারী ও শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং নারীর ক্ষমতায়নের মাধ্যমে তাদের সামগ্রিক উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমান সরকার ২০২১ সালের রূপকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নারী ও শিশুদের উন্নয়নে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সরকারের নির্বাচনী ইশতেহারের আলোকে নারীর দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। ২০২১ সালের মধ্যে সকল উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীর অংশ গ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে মহিলাদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে বাংলাদেশ বিশ্বের অনেক উন্নত দেশকে পিছনে ফেলে অনেক দূর এগিয়েছে। নারী শিক্ষা বিস্তার ও নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে বাংলাদেশ বিশ্বের বিকাশমান দেশগুলোর মধ্যে একটি সম্মানজনক অবস্থানে পৌচেছে।

১.২ সরকার নারীর সার্বিক উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২৭, ২৮, ২৯ এবং ৬৫(৩) অনুচ্ছেদে নারীর অধিকার নিশ্চিত করার বিষয়ে রাষ্ট্রের এ অঙ্গীকার প্রতিফলিত হয়েছে। বিশেষত ২৮ (৪) অনুচ্ছেদে সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশ হিসেবে নারীর অগ্রগতির জন্য বিশেষ বিধান প্রণয়নের বিধান রাখা হয়েছে। দেশীয় পরিমন্ডলের বাইরে সংবিধানের আলোকে নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত প্রায় প্রতিটি আন্তর্জাতিক সনদ ও দলিলে বাংলাদেশ স্বাক্ষর করেছে। এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো Convention on the Elimination of All forms of Discrimination Against Women (CEDAW)। নারী উন্নয়নে সাংবিধানিক ও আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতা থেকে সরকার প্রণীত সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDG) ও জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১১ এ নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত বিভিন্ন কার্যক্রমে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১১ তে মোট ২২টি লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কর্মকান্ডগুলো মূলত: এ লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত।

১.৩ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় নারী ও শিশু সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, কর্মক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা বিধানসহ নারীর সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করাসহ নারীর সার্বিক উন্নয়নে নিরবচ্ছিন্নভাবে কাজ করে যাচ্ছে। নারী উন্নয়নে ফোকাল পয়েন্ট (Women in Development-WID) ও শিশু সংক্রান্ত ফোকাল পয়েন্টের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের নারী ও শিশু উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম সমন্বয় ও পরিবীক্ষণের দায়িত্ব এ মন্ত্রণালয় পালন করে থাকে। সার্বিকভাবে নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধের কার্যক্রমসহ নারী ও শিশুদের কল্যাণ এবং নারী ও শিশুদের আইনগত এবং সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কাজ করে থাকে।

২.০ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রণীত আইন ও নীতিসমূহ

২.১ রাষ্ট্রীয় ও জনজীবনের সর্বক্ষেত্রে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে পারিবারিক সহিংসতা (প্রতিরোধ ও সুরক্ষা) আইন-২০১০ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং এর আওতায়

বিধিমালাও প্রণয়ন করা হয়েছে। নারী ও শিশুর সামগ্রিক উন্নয়নে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ জাতীয় শিশু নীতি-২০১১ এবং শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশের সমন্বিত নীতি-২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রণীত হয়েছে ডিঅক্সিরাইবোনিউক্লিক এসিড (ডিএনএ) আইন, ২০১৪ এবং বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন- ২০১৭ ও বিধিমালা-২০১৮ প্রণয়ন করা হয়েছে।

২.২ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির বাস্তবায়ন এবং নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। এ কর্মপরিকল্পনার আওতায় দেশের নারীদের শিক্ষিত ও দক্ষ মানব সম্পদ হিসেবে গড়ে তোলা, জাতীয় উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়নে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং নারীর রাজনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার জন্য সরকার কাজ করে যাচ্ছে।

২.৩ শিশু উন্নয়ন সংক্রান্ত নীতিমালা ও আইনসমূহে কন্যা শিশুর উন্নয়নের বিষয়টি আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। বাল্যবিবাহ রোধ, প্রতিবন্ধী কন্যা শিশুর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ দূরীকরণ ও নিরাপত্তা প্রদান, কন্যাশিশুর জন্য নিরাপদ ও মানসম্পন্ন বিনোদন খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক চর্চা সংক্রান্ত সুবিধা নিশ্চিতকরণ, পারিবারিক ও সামাজিক পর্যায়ে এবং কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতি শারীরিক, মানসিক ও যৌনপীড়ন, ধর্ষণ, যৌতুক, পারিবারিক নির্যাতন, ইভটিজিং, এসিড নিক্ষেপসহ নারীর প্রতি সকল প্রকার সহিসংতা দূরীকরণের বিষয়ে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১, সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছে। এ ছাড়া জাতীয় শিশু নীতি-২০১১ তে কন্যা শিশুকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ আইনে কিশোরীদের মানসিক স্বাস্থ্য বিকাশে কাউন্সেলিং,কন্যা শিশু ও কিশোরীদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে আলাদা পয়ঃব্যবস্থা নিশ্চিত করা, দুর্যোগের জরুরি অবস্থায় কন্যা শিশুদের নিরাপত্তার লক্ষ্যে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে।

৩.০ নারী উন্নয়নে জাতীয় নীতি নির্ধারণী দলিলপত্রে বর্ণিত মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট নির্দেশাবলি

৩.১ বাংলাদেশ সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা-তে এমন একটি দেশ গঠনের কৌশল ও কার্যক্রম গ্রহণের উপর জোর দেয়া হয়েছে যেখানে নারী ও পুরুষের সমান সুযোগ ও অধিকার থাকবে। এ পরিকল্পনার লক্ষ্য হচ্ছে “উন্নয়নমূলক ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে নারীর প্রতি বৈষম্য দূর করা এবং আত্মনির্ভরশীল মানুষ হিসেবে নারীর অগ্রযাত্রা নিশ্চিতকরা”। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় নারীর ক্ষমতায়ন ও জেন্ডার সমতার লক্ষ্যে নিম্নরূপ ৪টি কৌশলগত উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে:

- নারীর দক্ষতা উন্নয়ন;
- নারীর অর্থনৈতিক সুবিধা বৃদ্ধি;
- নারীর মতামত প্রকাশের অধিকার এবং নারী সংগঠনের সংখ্যা বৃদ্ধি;
- নারী উন্নয়নের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি।

৩.২ ২০৩০ সালের মধ্যে পৃথিবীকে বদলে দেয়ার লক্ষ্যে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ২৫ সেপ্টেম্বর ২০১৫ ‘টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (Sustainable Development Goals-SDGs) গৃহীত হয়। এর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল জেন্ডার সমতা। এখানে ১৭টি লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১৬৯টি টার্গেট নির্ধারণ করা হয়েছে। এ সকল লক্ষ্যমাত্রার মধ্যে বেশ কয়েকটিতে জেন্ডার সংশ্লিষ্ট টার্গেট থাকলেও লক্ষ্য-৫ এর বিপরীতে জেন্ডার সমতা অর্জন এবং নারী ও কন্যা শিশুদের ক্ষমতায়নে বিশেষভাবে টার্গেট নির্ধারণ করা হয়েছে।

লক্ষ্য-৫ এর বিপরীতে উল্লেখিত টার্গেটসমূহের মধ্যে রয়েছে সকল নারী ও কন্যা শিশুর বিরুদ্ধে সকল প্রকার বৈষম্য, সহিংসতা ও বাল্যবিবাহ, জোরপূর্বক বিবাহসহ সকল প্রকার ক্ষতিকর অভ্যাস দূর করা। এ ছাড়া

নারীর অবৈতনিক গৃহকর্ম ও পরিচর্যা সংশ্লিষ্ট কাজের স্বীকৃতি ও মূল্যায়ন এবং গৃহকর্ম ও পারিবারিক দায়িত্ব ভাগ করে নেয়াকে এখানে উৎসাহিত করা হয়েছে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল ক্ষেত্রে নারীদের পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণ এবং নেতৃত্বের সমান সুযোগ নিশ্চিত করা এবং নারীর সার্বজনীন যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং প্রজনন অধিকার নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্যের আওতায় দু'টি গুরুত্বপূর্ণ টার্গেট। এ ছাড়া, অর্থনৈতিক সম্পদে সমান অধিকার, সে সাথে ভূমি ও সম্পত্তি, আর্থিক সেবা, উত্তরাধিকার এবং প্রাকৃতিক সম্পদের উপর রাষ্ট্রীয় আইন অনুযায়ী নারীর মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় প্রয়োজনীয় সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ ও নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে যথাযথ প্রযুক্তি, বিশেষ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বৃদ্ধিকে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। পরিশেষে সর্বস্তরে জেন্ডার সমতা নিশ্চিতকরণ এবং নারী ও কন্যা শিশুদের ক্ষমতায়নের জন্য যথাযথ নীতি ও আইন প্রণয়নকে এখানে টার্গেট হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।

৪.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়ের কৌশলগত উদ্দেশ্য ও কার্যাবলিঃ

মধ্যমেয়াদি কৌশলগত উদ্দেশ্য	**কার্যক্রমসমূহ**
১	**২**
১. সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নারীদের সমসুযোগ সৃষ্টি	• মহিলাদের আত্ন-কর্মসংস্থানের জন্য কারিগরি, বৃত্তিমূলক ও আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ, উৎপাদনশীল উপকরণ এবং ক্ষুদ্রঋণ প্রদান;
	• স্বেচ্ছাসেবী সমিতি গঠন, নিবন্ধন ও নিবন্ধিত সমিতিকে অনুদান ও ঋণ সহায়তা প্রদান;
	• নারী উদ্যোক্তাদের ক্ষমতায়ন ও কর্মদক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান ও আবাসিক সুবিধা সৃষ্টি
	• আধুনিক তথ্য প্রযুক্তিতে নারী ও শিশুর অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি
২. ঝুঁকিপূর্ণ নারী ও শিশুদের জন্য সামাজিক নিরাপত্তা ও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা	• দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে শহর অঞ্চলের দরিদ্র কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মা'দের ভাতা প্রদান
	• ভিজিডি কার্যক্রমের আওতায় দুস্থ মহিলাদেরকে খাদ্য সহায়তা ও উৎপাদনশীল উপকরণ প্রদান
	• অতিদরিদ্র ও গর্ভবতী মায়েদের জন্য মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান
	• নির্যাতিত দুস্থ নারী ও শিশুদের আর্থিক সহায়তা এবং চিকিৎসা সেবা প্রদান
	• কর্মজীবী মহিলাদের হোস্টেল সুবিধা প্রদান ও শিশুদের দিবাযত্ন সেবা প্রদান
	• নির্যাতিত মহিলা ও শিশুদের চিকিৎসা, আইনগত সহায়তা এবং কাউন্সেলিং, নিরাপদ আশ্রয় এবং খাদ্য সহায়তা প্রদান
	• আদালতে বিচারকালে মহিলা, শিশু ও কিশোরী হেফাজতীদের নিরাপদ আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ

মধ্যমেয়াদি কৌশলগত উদ্দেশ্য	কার্যক্রমসমূহ
১	২
৩. নারীর সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন	● মহিলা জন প্রতিনিধিদের প্রশিক্ষণ ও নির্বাচন প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধির জন্য সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা

৫.০ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে জেন্ডার বৈষম্য চিহ্নিতকরণ ও তা দূরীকরণে গৃহীত কৌশল

৫.১ নারী উন্নয়ন নীতি ২০১১ বাস্তবায়নকল্পে প্রণীত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা-২০১৩ এর আলোকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের করণীয় নির্ধারণ করার পাশাপাশি এ কাজে কি পরিমাণ বাজেট বরাদ্দের প্রয়োজন হবে তা নির্ণয়ের অনুরোধ জানানো হয়েছে। উল্লেখ্য, বর্তমান সময়ে নারী উন্নয়নকে রাষ্ট্র ও সমাজের সামগ্রিক উন্নয়ন থেকে আলাদাভাবে দেখার কোন সুযোগ নেই। বরং আধুনিক বিশ্বে প্রতিটি উন্নয়ন পরিকল্পনায় নারী অধিকারের বিষয়টি সম্পৃক্ত করা হয়। উন্নয়ন পরিকল্পনা-নীতিমালায় নারী উন্নয়নের বিষয়কে কতটা গুরুত্ব দেয়া হয়েছে তার ওপর ভিত্তি করে এদের চারটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়ঃ

- ❖ নারী উন্নয়ন বিবেচনা করা হয়নি এমন পরিকল্পনা (Gender Blind)
- ❖ জেন্ডার নিরপেক্ষ কার্যক্রম (Gender Neutral)-নারী ও পুরুষ সমভাবে উপকৃত হবে
- ❖ নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রম (Gender Specific)-শুধু নারীদের উন্নয়নে প্রণীত
- ❖ নারীর প্রতি সংবেদনশীল কার্যক্রম (Gender Responsive)-সম্ভাব্য প্রতিটি কার্যক্রমে নারী উন্নয়নকে সম্পৃক্ত করা।

৫.২ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রায় প্রতিটি কার্যক্রম সংগত কারণেই নারীবান্ধব। তবে নারী উন্নয়ন কার্যক্রমের সমন্বয়কারী হিসেবে সরকারের অন্যান্য মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থাসমূহের সার্বিক কর্মকান্ডে নারীর হিস্যা নিশ্চিত করতে এ মন্ত্রণালয় কতটা কার্যকর ভূমিকা পালন করছে তা বিবেচনা করা প্রয়োজন। নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ বাস্তবায়নকল্পে প্রণীত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা-২০১৩ অনুযায়ী অন্যান্য মন্ত্রণালয় ও বিভাগের নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত কার্যক্রমসমূহের যথাযথ সমন্বয় সাধন ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদানের দায়িত্ব এ মন্ত্রণালয়ের। ফলে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা-২০১৩ এর আলোকে নারীর কর্মসংস্থান, খাদ্য নিরাপত্তা, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতায়ন, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি, গৃহায়ণ ও আশ্রয়, দুর্যোগ পূর্ববর্তী, দুর্যোগকালীন ও দুর্যোগ পরবর্তী সময়ে শিশুর সুরক্ষা ইত্যাদিসহ প্রতিবন্ধী, অনগ্রসর ও ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী নারীর জন্য বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে অন্যান্য মন্ত্রণালয়কে উদ্বুদ্ধ করতে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কাজ করে যাচ্ছে। নারী উন্নয়নের পূর্বশর্ত হিসেবে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট এবং জেন্ডার বিভাজিত ডাটাবেইজ প্রণয়নে অন্যান্য সকল মন্ত্রণালয়-বিভাগকে কৌশলগত সহায়তা প্রদানে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের পদক্ষেপ নিচ্ছে।

৬.০ মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে নারীর অংশগ্রহণ

৬.১ মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর সংস্থায় কর্মরত-পুরুষ ও মহিলার পরিসংখ্যান

	কর্মকর্তা(%)				কর্মচারি(%)			
	২০১৬-১৭		২০১৭-১৮		২০১৬-১৭		২০১৭-১৮	
	পুরুষ	**মহিলা**	**পুরুষ**	**মহিলা**	**পুরুষ**	**মহিলা**	**পুরুষ**	**মহিলা**
সচিবালয়	৬০.৭১	৩৯.২৯	৬৭.২৫	৩২.৭৫	৬৪.১৫	৩৫.৮৫	৬০.৭৮	৩৯.২২
স্বায়ত্তশাসিত ওঅন্যান্য প্রতিষ্ঠান	৬৭.০২	৩২.৯৮	২৭.১৭	৬৯.২৯	৬৯.৩৬	৩০.৬৪	৭১.১৪	২৮.৮৬
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর	১৭.৫৮	৮২.৪২	১৭.৯৮	৮২.০২	৫৮.০৪	৪১.৯৬	৫৮.৬৯	৪১.৩০

৬.২ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে উপকারভোগী পুরুষ ও মহিলার পরিসংখ্যান: মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের বেশির ভাগ কার্যক্রমেই মহিলা উপকারভোগী। ক্লাবে সংগঠিত করে ইতিবাচক পরিবর্তনে কিশোর-কিশোরীদের ক্ষমতায়ন, সিসিমপুর, ডে-কেয়ার ইত্যাদি কার্যক্রমে পুরুষ ও মহিলা উপকারভোগী রয়েছে।

৬.৩ মন্ত্রণালয়ের বাজেটে নারীর হিস্যা

(কোটি টাকায়)

বিবরণ	বাজেট ২০১৯২০-			সংশোধিত ২০১৮১৯-			বাজেট ২০১৮১৯-			প্রকৃত ২০১৭১৮-		
	বাজেট	নারীর হিস্যা		সংশোধিত	নারীর হিস্যা		বাজেট	নারীর হিস্যা		প্রকৃত	নারীর হিস্যা	
		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার		নারী	শতকরা হার
মোট বাজেট	৫২৩১৯০	১৬১২৪৭	৩০.৮২	৪৪২৫৪১	১৩৬০৩৬	৩০.৭৪	৪৬৪৫৭৩	১৩৬৯৩৮	২৯.৪৮	৩২১৮৬১	৮৮৪৪১	২৭.৪৮
বিভাগের বাজেট	৩৭৪৯	২৮৬৩	৭৬.৩৬	৩৪৫৭	২৭৭৩	৮০.২১	৩৪৯০	২৬৪০	৭৫.৬৫	২৪৩৩	১৮৮০	৭৭.২৮
উন্নয়ন বাজেট	৬৪৮	৫০৫	৭৮	৫১০	৩১৮	৬২.৩৮	৫০৯	৩৯৫	৭৭.৬৩	১৯২	৮৪	৪৩.৯৩
পরিচালন বাজেট	৩১০১	২৩৫৮	৭৩.৭২	২৯৪৮	২৪৫৫	৮৩.২৯	২৯৮১	২২৪৫	৭৫.৩১	২২৪১	১৭৯৬	৮০.১৩

সূত্রঃ আর.সি.জি.পি. ডাটাবেইজ

৭.০ গত তিন বছরে নারী উন্নয়নে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (K.P.I.)সমূহের অর্জন:

নির্দেশক	সংশ্লিষ্ট কৌশলগত উদ্দেশ্য	পরিমাপের একক	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা	প্রকৃত অর্জন	লক্ষ্যমাত্রা	সংশোধিত লক্ষ্যমাত্রা
			২০১৬-১৭		২০১৭-১৮		২০১৮-১৯	
১	২	৩	৪	৫	৬		৮	৯
১. সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত উপকারভোগীর কভারেজ								
ক. ভিজিডি কভারেজের হার (জন ০০০,৭১,৮৭)	২	%	৫৫.৮৬	৫৫.৮৬	৫৫৬০.	৫৫.৬০	৬৭.২৭	৬৭.০০
খ. কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল প্রদানের কভারেজের হার(জন ০০০,২০,২৪)			১৯.৫৪	১৯.৫৪	২০৩৭.	২০.৩৭	২০.৩৭	২০.৩৭
গ. দরিদ্র মার’ জন্য মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদানের কভারেজেরহার (জন ৭৬৭,৮০,৬০)			১৮.৯২	১৮.৯২	২০.৫৬	২০.৫৬	৩০.৪৩	৩০.৪৩
২. ক্ষুদ্রঋণ কভারেজ হার (জন ০০০,১২,১০)	১	%	১৭.৩০	১৭.২৯	১৮.০০	১৮.১০	১৯১৩.	১৯.০০
৩. সহিংসতার শিকার নারী ও শিশুকে সুরক্ষা প্রদান	২	জন (হাজার)	৬০.০০	৫৩.৮২	৬৫.৮২	৭৮.৪৮	৭৭.৫০	৮৯.৪৮
৪. সিভিক সংগঠন কর্তৃক মহিলা জন প্রতিনিধি দলনেতাদের প্রশিক্ষনের কভারেজ (৩১,৮৮৬জন)	৩	%	১০.৮১	১০.৫০	১১.০০	১১.০০	১২.৫৩	১২.৫৩

৮.০ নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়ের সাফল্যসমূহ:

৮.১ গত ৩ বছরে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় ১৮ লক্ষ নারীকে মাতৃত্বকালীন ভাতা প্রদান করা হয়েছে। ৬ লক্ষ ৩০ হাজার ৩০০জন কর্মজীবী নারীকে ল্যাকটেটিং ভাতা সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। দরিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারী ৩০ লাখ ৮০ হাজার নারীকে ভিজিডি সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ১৫৬০জন নারীকে উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। কর্মজীবী মহিলা হোষ্টেলে ২০২০ জন মহিলার নিরাপদ আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিশুর প্রারম্ভিক যত্ন ও বিকাশে সমন্বিত নীতি ২০১৩ প্রণয়ন করা হয়েছে। নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। কিশোর কিশোরীদের ক্ষমতায়নের জন্য ৫২৯টি ক্লাব পরিচালনা করা হচ্ছে। ন্যাশনাল ফরেনসিক ডিএনএ প্রোফাইলিং ল্যাবরেটরীর মাধ্যমে ৪৪৯২টি মামলার প্রেক্ষিতে ১৪৪৮৩টি নমুনার ডিএনএ পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়েছে। ন্যাশনাল ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার হতে মোট ১৫১৬ জন নারী ও শিশু কে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং প্রদান করা হয়েছে।

৮.২ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে নারীর গৃহকর্মের অবদানের কোন মূল্য নিরূপণ করা হয় না। এখানে সাধারণত যে কাজের মাধ্যমে অর্থ উপার্জিত হয় না সাধারণত তাকে কাজ হিসেবে গণ্য করা হয় না। বাংলাদেশের নারীরা গৃহিনী বা চাকরিজীবী সকলেই সংসারের যাবতীয় কাজকর্ম করে থাকেন। বাচ্চা প্রতিপালন, রান্না, ঘর পরিষ্কার, সবজি বাগান করা, স্বামী এবং শ্বশুর-শাশুড়ির সেবা দেখভাল করা, সেলাই কর্ম ইত্যাদি। এ সকল গৃহকর্ম জিডিপিতে স্বীকৃতি পেলে সমাজে নারীর অবস্থান হবে অধিকতর সম্মানজনক।

৮.৩ উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের জন্য আয়বর্ধক (আইজিএ) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উন্নত জীবনযাপনে সাহায্য করেছে এমন একজন নারীর সাফল্য গাঁথাঃ

> উপজেলা পর্যায়ে মহিলাদের জন্য আয়বর্ধক (আইজিএ) প্রশিক্ষণ প্রকল্পের মাধ্যমে বিউটিফিকেশন প্রশিক্ষণ নিয়েছেন ভোলা জেলার লালমোহন উপজেলার মাকসুদা আক্তার কলি তিনি একজন সফল প্রশিক্ষণার্থী। তিনি স্বামী পরিত্যক্তা একজন অসহায় নারী ছিলেন। এ প্রশিক্ষণ নিয়ে তিনি বর্তমানে নিজ বাড়িতে বিউটি পার্লার স্থাপনের পাশাপাশি উপজেলা শিল্পকলা একাডেমিতে বিউটিশিয়ান হিসেবে চাকুরিরত। মাসে তিনি প্রায় ২০ (বিশ) হাজার টাকা উর্পাজন করে স্বাবলম্বী হয়েছেন।

৯.০ নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে বাধাসমূহ:

মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব কার্যক্রম বাস্তবায়নে বেশ কিছু সমস্যা রয়েছে। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হচ্ছে উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়া। অনেক ক্ষেত্রেই উপকারভোগী নির্বাচনে স্বজনপ্রীতি দেখা যায়। স্থানীয় নেতৃবৃন্দ অনেক ক্ষেত্রে অসহযোগিতা করে থাকেন। এ ছাড়া কিশোর-কিশোরী ক্লাব গঠনেও বাধা রয়েছে। ধর্মীয় কুসংস্কার ও গোড়ামী এখানে সবচেয়ে বড় বাধা। সামগ্রিকভাবে ধর্মীয় কুসংস্কার এবং ধর্মের অপব্যবহার, পুরুষ শাসিত সমাজের রক্ষণশীল মনোভাব, বাকস্বাধীনতা, চলাফেরার স্বাধীনতা ইত্যাদি সংবিধান স্বীকৃত মৌলিক অধিকারে বাধা এবং পারিবারিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীকে যথাযথ মূল্যায়ন না করার কারণে নারী উন্নয়নে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন কখনো কখনো বাধাগ্রস্ত হয়।

১০.০ বিগত বছরে নারী উন্নয়নে সুপারিশকৃত কার্যাবলির অগ্রগতির চিত্র:

ক্রমিকনং	নারী উন্নয়নে সুপারিশকৃত কার্যাবলি	অগ্রগতি
১.	লক্ষ্যভূক্ত দুস্থ নারীকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত করা।	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিভূক্ত প্রধান ৩টি কার্যক্রমে (যেমন ভিজিডি উপকারভোগী ১০ লক্ষ জন হতে ১০ লক্ষ ৪০ হাজার জনে, মাতৃত্বকাল ভাতা প্রদান কার্যক্রমে উপকারভোগী ৬লক্ষ জন হতে ৭ লক্ষ জনে এবং ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিলে ২ লক্ষ হতে ২ লক্ষ ৫০ হাজার জনে উন্নীত করা হয়েছে।
২.	জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা-২০১১ আলোকে প্রণীত জাতীয় কর্মপরিকল্পনা-২০১৩ বাস্তবায়ন করা।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ উদ্যোগ-৫ নারীর ক্ষমতায়নে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে।
৩.	বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন।	বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন-২০১৮ এবং যৌতুক নিরোধ আইন-২০১৮ পাশ করা হয়েছে।
৪.	নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ।	জানুয়ারি/১৯ পর্যন্ত ৩৫৮০১ জন মহিলা ও শিশুকে ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেল ও ৯টি আঞ্চলিক সেলের মাধ্যমে সেবা দেয়া হয়েছে। ১৫১৬ জন নারীকে ট্রমা সেন্টারের মাধ্যমে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং সেবা এবং ১৩৬০৫৪১ জন নারী ও শিশুকে হেল্পলাইন ১০৯ এর মাধ্যমে সেবা দেয়া হয়েছে।
৫.	[নারী উদ্যোক্তাদের ক্ষমতায়ন কর্মদক্ষতা বিকাশ সাধনে প্রশিক্ষণ প্রদান ও আবাসিক সুবিধা সৃষ্টি।]	[মহিলাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের জন্য মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জাতীয় মহিলা সংস্থার মাধ্যমে বিভিন্ন ট্রেডে আবাসিক ও অনাবাসিক প্রশিক্ষণ প্রদান কা হচ্ছে। উন্নয়ন ও রাজস্ব বাজেট থেকে অর্থায়নকৃত প্রকল্প/কর্মসূচির মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন ট্রেডে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে। ঢাকা মহানগরীর মিরপুর ও খিলগাঁও কর্মজীবী মহিলা হোষ্টেলের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। গাজীপুর জেলায় কর্মজীবী মহিলা হোষ্টেল নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে।]

১১.০ ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা:

- ❖ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের সাথে সংগতি রেখে প্রণীত নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০১৮-২০৩০) এর সুষ্ঠু বাস্তবায়নের মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা মুক্ত সমাজ গঠনে উদ্যোগ গ্রহণ করা।
- ❖ ২২ জুলাই ২০১৪ সালে লন্ডন গার্লস সামিটে প্রদত্ত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা’র অঙ্গীকার বাস্তবায়ন এবং বাল্যবিবাহ নিরোধকল্পে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা (২০১৮-২০৩০) অনুযায়ী বাংলাদেশে

২০২১ সালের মধ্যে ১৫বছরের নিচে সকল শিশুর বাল্যবিবাহ নির্মূল এবং ১৫-১৮বছর বয়সের মধ্যে বাল্য বিবাহের হার এক তৃতীয়াংশে হ্রাস এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাল্যবিবাহ সম্পূর্ণ নির্মূল করা

- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের আওতায় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ, নারীর ক্ষমতায়ন এবং শিশু সুরক্ষায় সামগ্রিক সমন্বয়, পরিবীক্ষণ এবং তদারকির জন্য ন্যাশনাল সেন্টার অনজেন্ডার বেইজড ভায়োলেন্সকে Centre of Excellence হিসেবে গড়ে তোলা।

- দেশের প্রতিটি জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের সরকারি হাসপাতালে ওয়ান-স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারের ন্যায় নির্যাতনের শিকার নারী ও শিশুদের জন্য সমন্বিত সেবা প্রদানের Referral System তৈরী ও বাস্তবায়ন করা।

- সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে দক্ষ মনোসামাজিক কাউন্সেলর গড়ে তোলার মাধ্যমে জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন পর্যায়ে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং সেবার সম্প্রসারণ করা।

- ন্যাশনাল রির্সোস পোর্টাল অনভাওসি (নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধমূলক ন্যাশনাল রির্সোস পোর্টাল) তৈরী করা।

- নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে ন্যাশনাল ডাটা বেইজ তৈরী।

- ওয়ান-স্টপক্রাই সিস সেন্টার এবং ওয়ান-স্টপক্রাইসিস সেল এর ডাটাবেইজ তৈরী।